প্রথম আলো

তারিখ ... 20 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিকে শিক্ষক সংকট প্রকট, পাঠদান ব্যাহত

আব্দুল মোমিন, মানিকগঞ্জ ●

মানিকগঞ্জ

প্রায় পাঁচ বছর ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। তিনজন সহকারী শিক্ষক ছিলেন, তাঁরাও নেই প্রায় দুই বছর। মাত্র দুজন বদলি শিক্ষক দিয়ে চলছে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার সিংজুরী ইউনিয়নের আশাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস (পাঠদান)।

কেবল এই বিদ্যালয়েই নয়, জেলার সাতটি উপজেলাতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকের সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। জেলার ১০২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক নেই। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে ১৩০টি। প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকদের পাঠদানের পাশাপাশি দাপ্তরিক কাজে সময় বেশি দিতে হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মানিকগঞ্জে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৪৭৪টি। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ১৬টি, ঘিওর উপজেলায় ১৯টি, সিঙ্গাইরে ১৩টি, সাটুরিয়ায় ১০টি, হরিরামপুরে ১৬টি, শিবালয়ে ১২টি এবং দৌলতপুর উপজেলায় ১৬টিতে প্রধান শিক্ষক নেই। এসব বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকেরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

এ ছাড়া এসব উপজেলায় সহকারী শিক্ষকের ১৩০টি পদ শূন্য রয়েছে। এর মধ্যে সদর উপজেলায় ৩২টি, ঘিওরে ১৬, সিঙ্গাইরে ১২, সাটুরিয়ায় ১২, হরিরামপুরে ২২, শিবালয়ে ৮ ও দৌলতপুরে ২৮টি।

ঘিওরের আশাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন সহকারী শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অফিসকক্ষে বসে দাপ্তরিক কাজ করছেন। শিক্ষক না থাকায় চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে এবং পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা মাঠে খেলাধুলা করছে।

এ সময় বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী রিয়া আক্তার ও চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী সুমি আক্তার *প্রথম আলো*কে বলে, তাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন দুজন। তাঁরা একসঙ্গে তিন শ্রেণিতে পড়ান। এতে শিক্ষার্থীরা পড়া ঠিকমতো বুঝে নিতে পারে না।

দৌলতপুর উপজেলার বাঘুটিয়া সরকারি বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিলীপ কুমার সূত্রধর বলেন, 'বিদ্যালয়টিতে ৫৭০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে পড়াতে অন্তত ১০ জন শিক্ষক প্রয়োজন হলেও আছেন মাত্র তিনজন। বিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কাজে আমাকে প্রায়ই উপজেলা সদরে যেতে হয়। এ সময় দুজন শিক্ষককে একসঙ্গে তিনটি শ্রেণিতে পড়াতে হয়। এতে করে ক্লাস ঠিকমতো হচ্ছে না।'

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক পারভীন আক্তার বলেন, 'প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সভা, প্রতিবেদন তৈরি ও দাপ্তরিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সহকারী শিক্ষকেরা পড়ান। প্রধান শিক্ষক না থাকা বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী শিক্ষকেরা এ দায়িত্ব পালন করেন। ফলে তাঁদের একসঙ্গে পাঠদান ও দাপ্তরিক কাজ ছাড়াও বিভিন্ন সভায় যোগ দিতে হয়। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আমরা জরুরি ভিত্তিতে শূন্য পদগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানাচ্ছি।'

মুঠোফোনে জানতে চাইলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলেয়া ফেরদৌসী *প্রথম আলো*কে বলেন, সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষকের পদোন্নতির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়া উচ্চ আদালতে মামলার কারণে সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। এ কারণে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের অনেক পদ শূন্য রয়েছে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদের বিপরীতে শিক্ষকের চাহিদা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে।